দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... DEC 1 1999 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৭ ...

মানবিক উন্নয়নে শিক্ষা ও বই

আতিউর রহমান

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

৪. পূর্ব এশীয় অভিজ্ঞতা থেকে বেশকিছু বিষয় আমাদের জন্যে শিক্ষণীয় হতে পারে ঃ

ক. শিক্ষা মানব সম্পদের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে।

খ. সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সুষম সমাজ তৈরীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম আয়ের মানুষরা প্রাথমিক শিক্ষা পেলে শুধু যে তাদের আয় বাড়ানোর সুযোগ পায় তাই নয়, শিশু মৃত্যুর হার কমানো, স্বাস্থ্যসুবিধে গ্রহণ ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যান্য সুযোগ গ্রহণের সুবিধে পেয়ে থাকে। এর ফলে তাদের জীবনের মান কিছুটা বাড়াতে সক্ষম হয়।

গ. শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও গণতান্ত্রিক করতে সাহায্য করে। উন্নয়নের জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়াটা খুবই স্বাভাবিক।

ঘ. আগামী শতকের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানকর্মী তৈরীতে শিক্ষা প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫. উন্নয়নে শিক্ষার এতোসব ইতিবাচক অবদানের কথা জেনেও বাংলাদেশ এই খাতে কাঙ্ক্ষিত মানের নীতি সমর্থন ও বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়নি। গত ক'বছর বাদে দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কোনো অবস্থাতেই জিডিপির শতকরা দু'ভাগের ওপরে ওঠেনি। এই বরাদ্দের সিংহভাগই চলে গেছে উচ্চ শিক্ষা খাতে, যার সুবিধে পেয়েছে সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত। কিন্তু সেই অর্থও ব্যয় হয়নি শিক্ষার মান উন্নয়নে। সম্প্রতি সরকার প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে চলেছে। কিন্তু বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো সত্ত্বেও দেখা যায় বছরের শেষে এই খাতের পুরো বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হয় না। অথচ উচ্চ শিক্ষা খাতের খরচ কখনও কখনও বরাদ্দের পরিমাপের চেয়ে বেশী হয়ে যায়। এ থেকেই মনে হয় কোন্ শিক্ষার অগ্রাধিকার কতোটা পাওয়া উচিত সে প্রশ্নটির মীমাংসা এখনো হয়নি।

৬. দুঃখজনক হলেও সত্যি শিক্ষা সঙ্কট মোকাবিলার জন্যে এখনো পুরো সমাজকে সচেতন হতে দেখা যাচ্ছে না। ডঃ কুদরত-ই-খুদা কমিশন প্রতিবেদনের মতো নীতি প্রস্তাবনা থাকা সত্ত্বেও এদেশে শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচী খুব বেশীদূর এগুতে পারেনি ভেবে অবাকই হতে হয়। শিক্ষার এ সংকট মোকাবিলার জন্যে শুধু রাষ্ট্রকে দায়িত্ব দিয়ে বসে থাকলে তার পরিণতি শুভ হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে অশোক মিত্র কমিশনের (১৯৯১) মন্তব্য এ ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

..... The education process can scarcely be reduced to a phenomenon subject to the surveillance of the forces of law and order. Only social pressure can stop undesirable and unethical practices with injurious consequences for the education system. Neither legislation nor oratory urgings on the part of the government would be of much help here. (As quoted in Singh 1993, pp-1509-10).

তার মানে পুরো সমাজকেই শিক্ষা সংকট দূর করার প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হতে হবে। শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত সংস্কার করা না গেলে এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির এবং অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর ঘটানো আদৌ সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে একবার নৈতিকতা ফিরিয়ে আনা গেলে সমাজ ও অর্থনীতিতেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আর শিক্ষাখাতের এই নৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে জ্ঞানের ভিত্তিভূমি আরো সুদৃঢ় করতে হবে। আর সেক্ষেত্রে বই ও জ্ঞান বিকাশের অন্যান্য উপকরণের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সাধারণতঃ আমরা যে কোন ব্যর্থতার জন্যে অন্যকে দোষ দিয়ে থাকি। কিন্তু আমরা কখনই আত্মজিজ্ঞাসা করি না যে, এ সংকট মোকাবেলার জন্যে আমাদের নিজেদের অবদান কতটুকু। সবাই এক হতে পারলে নিশ্চয় শিক্ষা বিপর্যয় রোধ করার কাজটি অনেক সহজ হবে। কিন্তু সবাইকে একত্রে পেতে হলে প্রথমেই ঠিক করতে হবে আমাদের লক্ষ্যটা কি। কদ্দুর যেতে চাই আমরা। জ্ঞান বিকাশের এই প্রচেষ্টাকে আমাদের আরো সুদূরপ্রসারী চিন্তার অন্তর্গত করতে হবে। এখানে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের নীচের কথাগুলো প্রাসংগিক হতে পারে।

"আমাদের জীবনে সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই। আশা করিবার অধিকারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে। প্রকৃতির গৃহিণীপনায় মুক্তির অপব্যয় ঘটিতে পারে না এ জন্যে আশা যেখানে নাই শক্তি সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে, চক্ষুষ্মান প্রাণীরা যখন দীর্ঘকাল গুহাবাসী হইয়া থাকে তখন তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায়। আলোক থাকিবে না অথচ দৃষ্টি থাকিবে এই অসঙ্গতি যেমন প্রকৃতি সহিতে পারে না, তেমনি আশা নাই অথচ শক্তি আছে ইহাও প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া উঠে। শক্তি তখন স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পায় এবং জোর করিয়া পা ফেলিয়া চলে। কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়ো আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মস্ত কথা' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, লক্ষ্য ও শিক্ষা, পৃঃ ৬৯৯)। আর এই আশার ভান্ডার বিস্তৃত করতে জ্ঞান বিকাশের কোনো বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে বইয়ের ভূমিকাকে মোটেই খাটো করে দেখা উচিত নয়। ভালো বই একটি জাতিকে যেমন করে উজ্জীবিত, শিক্ষাকে কার্যকরী করতে পারে তা অন্য কিছু দিয়ে সম্ভব নয়। সদ্য প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক ঠিকই বলেছেন, "বই ছাড়া জীবন অকল্পনীয়" (দেখুন, ভোরের কাগজ, ২৯ নভেম্বর '৯৯)।

৪. মানবিক উন্নয়ন বিকাশে বই-এর ভূমিকা ঃ

মানবিক উন্নয়ন ও শিক্ষায় অপরিসীম ভূমিকা এবং এ ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদপদতা বিভিন্ন দিক থেকে আলোচিত হল। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আমরা যে পিছিয়ে আছি তার অন্যতম কারণ আমাদের এ জাতির মাঝে বই পড়ার অভ্যাসটি সেভাবে গড়ে উঠেনি। এর ফলে জ্ঞানবিজ্ঞান যে কেবল একটি শ্রেণীর কাছে বিস্তৃত হয়নি তাই নয়-যে শ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত হবার সুযোগ আছে (অর্থাৎ শিক্ষিত শ্রেণী) তাদের মাঝেও জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্নমুখী জ্ঞানের বিস্তার ঘটেনি। ফলে আমাদের সমাজের নৈতিক ভিত্তি আর সামাজিক দর্শন আজো ভংগুর ভিত্তির ওপর দন্ডায়মান। এই ভিত্তি শক্ত করাই মানবিক উন্নয়নের একটি অন্যতম শর্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বই-এর অবদানকে খাটো করে দেখার কোন উপায় নেই। অথচ জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে পঠন হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সুলভ ও সহজ পদ্ধতি। বর্তমানে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের যুগে অনেকের ধারণাই এর ব্যবহার কমে আসছে দিন দিন। কিন্তু উন্নত দেশের ক্ষেত্রে উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় Computer বা উন্নত প্রযুক্তিগত বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের সাথে সাথে বই- খাতা ব্যবহার না কমে বরং বেড়ে চলেছে। সুতরাং কম্পিউটার এবং বই-এর ব্যবহার পরিপূরক না হয়ে সম্পূরক হারে বেড়ে চলছে। বই না পড়লে কালজয়ী লেখকদের সান্নিধ্য লাভের উপায় কি? মানুষের মনের জগতে যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বই ফেলে তার পেছনে থাকে তার লেখকের উষ্ণ উপস্থিতি। প্রযুক্তি তা শত উন্নত হলেও তাই বইয়ের বিকল্প হতে পারছে না।

মানব উন্নয়ন সূচী	দেশ	ব্যবহৃত ছাপানো ও লিখিত কাগজের পরিমাপ (মে. টন/১০০০ জন)	পি. সি (সংখ্যা/ ১০০০ জন)
২৫	হংকং	৯৮.৪	১৩০.০
২৮	সিংগাপুর	৯৮.০	১৮০.৮
৯০	শ্রীলংকা	৪.৮	১.১
১৩৮	পাকিস্তান	১.৭	১.২
১৩৯	ভারত	১.৯	১.২
১৪৭	বাংলাদেশ	১.২	-
১৫২	নেপাল	০.১	-
৫৯	থাইল্যান্ড	১৩.১	১৩.৬
৬০	মালয়েশিয়া	৩২.৬	৩৭.৩
১০৬	চায়না	৫.৫	২.১
৩০	কোরিয়া	৫১.৩	১০৮.৩
	উন্নয়শীল দেশ	৫.২	৬.২
	উন্নত বিশ্ব	৭৮.২	১৫৬.৩

উৎসঃ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ইউ,এন,ডি,পি, ১৯৯৮

বই এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন "আমাদের মনে হয় এ দেশে লাইব্রেরীর সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশী। একথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন; কেউ কেউ আবার হেসে উঠবেন; কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছিনে; অদ্ভুত কথাও বলছিনে; যদি এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্য-মিথ্যার বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে, তা হলে তা রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন"। বই পড়া। প্রমথ চৌধুরী; উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন, টেকসই, বুক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা। ১৯৯৮।

"আমি লাইব্রেরীকে স্কুল কলেজের উপর স্থান দেই এই কারণে যে, এস্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতিটি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুল-কলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে লাইব্রেরী হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরী হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল"। (ঐ)

বই-এর ভূমিকা প্রসংগে প্রমথ চৌধুরী কেন, এমনি উদ্ধৃতি দেয়া চলে অসংখ্য মনীষীর লেখা থেকে। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'বই কেনা' প্রবন্ধ আমরা পড়েছি, কিভাবে আনাতোল ফ্রাঁস মাছির চোখ দেখে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে অসংখ্য মনের চোখ সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন। ওমর খৈয়াম তার বিখ্যাত শেরে বই-এর আবেদনকে রুটি, মদ, প্রিয়ার কালো চোখ সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। আঁদ্রে জিদ বন্ধুবান্ধবদের উপহারকৃত বই বিক্রির উদ্যোগ নিয়ে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন। আরব্য উপন্যাসের হেকিমের গল্পতো আমরা সবাই জানি মুজতবা আলীর কল্যাণে। বিজ্ঞ হেকিম মৃত্যুর পরও বই-এর মাধ্যমে নিষ্ঠুর রাজার উপর প্রতিশোধ নিয়েছেন। বই-এর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে যেমনি ইহজাগতিক প্রাপ্তিযোগ মেটাবারসমূহ সম্ভাবনা থাকে, তেমনি দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের কর্ম কোলাহল মেনে সাময়িক মুক্তিও এনে দিতে পার একখানি ক্ষুদ্র বই। আর তাইতো ব্রার্টান্ড রাসেল লিখেছেন, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেয়া। যে যত বেশী ভুবন সৃষ্টি করতে পারে ভবযন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়। [চলবে]

৬. দুঃখজনক হলেও সত্যি শিক্ষা সঙ্কট মোকাবিলার জন্যে এখনো পুরো সমাজকে সচেতন হতে দেখা যাচ্ছে না। ডঃ কুদরত-ই-খুদা কমিশন প্রতিবেদনের মতো নীতি প্রস্তাবনা থাকা সত্ত্বেও এদেশে শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচী খুব বেশীদূর এগুতে পারেনি ভেবে অবাকই হতে হয়। শিক্ষার এ সংকট মোকাবিলার জন্যে শুধু রাষ্ট্রকে দায়িত্ব দিয়ে বসে থাকলে তার পরিণতি শুভ হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে অশোক মিত্র কমিশনের (১৯৯১) মন্তব্য এ ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।
..... The education process can scarcely be reduced to a phenomenon subject to the surveillance of the forces of law and order. Only social pressure can stop undesirable and unethical practices with injurious consequences for the education system. Neither legislation nor oratory urgings on the part of the government would be of much help here. (As quoted in Singh 1993, pp-1509-10).